দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 16 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

# সর্বজনীন শিক্ষার জন্যই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

## ডঃ শমসের আলী

বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন ডঃ শমসের আলী। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ ডঃ শমসের আলী বর্তমানে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ১৯৭০ সালে ঢাকার পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে তাঁর কর্মজীবনের শুরু। ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অনারারী প্রফেসর' হিসাবে শিক্ষকতার বিরল সম্মান লাভ করেন। '৮২-তে পরমাণু শক্তি কেন্দ্র ছেড়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষকতা তাঁর একান্ত পছন্দের। তাঁর ভাষায়, "পড়াতে আমার খুব ভাল লাগে"। শিক্ষকতার পরিমন্ডলের বাইরে দেশের ব্যাপকসংখ্যক টিভিদর্শকের কাছেও ডঃ শমসের আলী পরিচিত মুখ, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মতো দু'টি পৃথক বিষয়কে যিনি একই দক্ষতায় প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

ডঃ শমসের আলী উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা, বাংলাদেশে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পটভূমি এবং তার ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা বলেছেন জনকণ্ঠের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতকারে ঃ

*বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার সূত্রপাত কিভাবে?*

—১৯৭৬ সালে হাইডেলবার্গে এক গবেষণার কাজে গিয়ে আমি প্রথম উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার সঙ্গে ব্যাপকভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাই। সেখান থেকে ফিরে আমি দেশের বিভিন্ন ফোরামে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার কথা বলতে শুরু করি। এর আগে এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে দেশে খুব বেশি স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অথচ ব্রিটেনে '৬৯ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়। আমাদের প্রতিবেশী ভারতে ১৯৮৫ সালে এবং পাকিস্তানে ১৯৭৮ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ অনেক আগে উদ্যোগ নিয়েও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে পড়ে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিসট্যান্স এডুকেশন (বাইড) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা সামনে রেখেই। বাইড কেবল বিএড কোর্স চালাতো। ১৯৯২ সালের অক্টোবরে সংসদে একটি বিল পাসের মাধ্যমে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। সে বছরই এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থ সাহায্যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু।

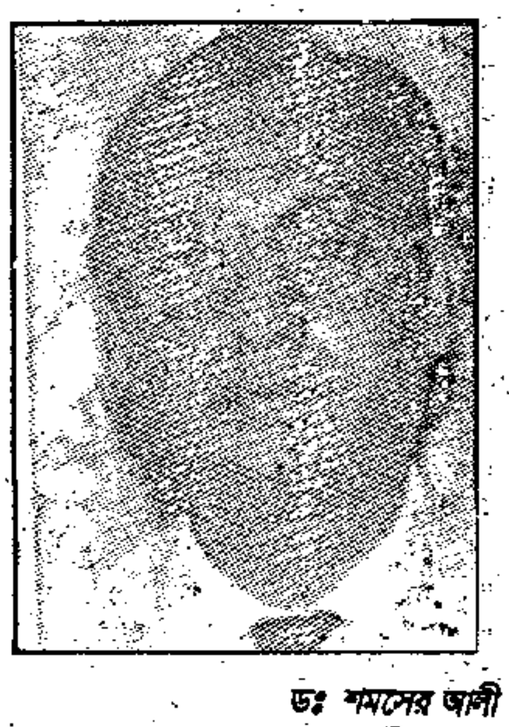

*ডঃ শমসের আলী*

*সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্থক্যটা কোথায়?*

— পার্থক্য অনেক দিক থেকেই। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন বয়সের মানুষ যে কোন সময়ে পড়াশুনা শুরু করতে পারে। বয়স এ ক্ষেত্রে কোন বাধা নয়। এদিক থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত। যেমন ৯১ বছরের বৃদ্ধও আমাদের এখানে কম্পিউটার বিষয়ে ভর্তি হতে এসেছেন। দ্বিতীয়ত, বিষয়ের দিক থেকেও এই বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত। অনেক বেশি বিষয়ে পড়াশুনার সুযোগ রয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। পড়াশুনার পদ্ধতির দিক থেকেও আছে পার্থক্য। একজন ছাত্র যে কোন সময় পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে আবার ফিরে আসতে পারে। এ ক্ষেত্রে সে আগে যেখানে শেষ করেছিল, সেখান থেকেই তার পড়াশুনা শুরু করতে পারে। ক্রেডিট পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা সেই সুযোগ রেখেছি। সবচেয়ে বড় পার্থক্য হচ্ছে ছাত্ররা শিক্ষকের সরাসরি সংস্পর্শে না গিয়ে স্ব স্ব স্থানে বসে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে। একই ছাদের নিচে ছাত্র-শিক্ষক এক সঙ্গে বসে ক্লাস করার যে ধারণা, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তা ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা করেছে। গণমাধ্যমের বিস্তার উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আসলে শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। বিদেশে অনেকে একে এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রিও বলে থাকে।

*(১২-এর পাতায় দেখুন)*

## সর্বজনীন শিক্ষার জন্যই

*(৯-এর পাতার পর)*

*উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক আন্তঃক্রিয়ার সুযোগ কম। তাই অনেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে সন্দিহান।*

—এটা ঠিক যে ছাত্র-শিক্ষক আন্তঃক্রিয়া সব সময়েই ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রেখে থাকে। কিন্তু এখন তো সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্র সংখ্যার আধিক্যের কারণে এই সুযোগ কমে গেছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যেহেতু মূলত রেডিও, টেলিভিশন এবং প্রিন্টেড মেটেরিয়েলির মাধ্যমেই পাঠদান করা হয়, তাই শিক্ষকের সরাসরি সংস্পর্শে আসার সুযোগ ছাত্ররা কম পায়। কিন্তু আমরা প্রতি দু'সপ্তাহে একটি টিউটোরিয়াল ক্লাসের মাধ্যমে এই ঘাটতি কিছুটা পূরণের চেষ্টা করছি। কিন্তু এর কারণে শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোন সুযোগ নেই। কারণ স্ব স্ব বিষয়ে দেশের সেরা বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের দিয়েই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর চেষ্টা করছি। আমাদের সর্বক্ষণিক শিক্ষক এখনও ৩৬ জন। অধিকাংশ শিক্ষকই আসছেন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ থেকে।

*গত তিন বছরে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে কেমন সাড়া পেয়েছেন?*

—আশাতীত সাড়া পেয়েছি। এখন পর্যন্ত ৫টি বিষয়ে ভর্তি হয়েছে ৪০ হাজারেও বেশি ছাত্র-ছাত্রী। নানা অসুবিধার কারণে আমরা এখন বেশি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে পারছি না। এ বছর থেকে এসএসসি কোর্স চালু হচ্ছে, ভর্তি হয়েছে প্রায় ১২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। গুলশানের মতো অভিজাত এলাকার অনেক বৃদ্ধা মহিলা এসে ভর্তি হয়েছেন এই কোর্সে। আমাদের ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট কোর্সের চাহিদাও খুব বেশি। সেনাবাহিনীর অফিসাররাও এসে ভর্তি হচ্ছেন এখানে। একটা দুঃখজনক ঘটনার কথা বলি। পত্রিকায় ছাপা হয়েছে খবরটি। ক'দিন আগে যশোরে এক গৃহবধূকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএসসি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে স্বামী বাধা দেয়ায় বিষপানে আত্মহত্যা করে। আমরা এ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে যশোরের জেলা প্রশাসকের কাছে চিঠি দিয়েছি। এসব ঘটনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম কেমন ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

*উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সামনে কি কি বিষয়ে কোর্স খোলার পরিকল্পনা রয়েছে?*

—এসএসসি প্রোগ্রাম যেহেতু চালু হয়ে গেছে তাই সামনে আমরা এইচএসসি প্রোগ্রাম চালু করব। এমবিএ এবং ব্যাচেলর অব ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং (বেল্ট) কোর্স চালু হবে। ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার অ্যাপলিকেশন, নার্সিং এবং অ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু আমরা কেবল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়েও জোর দিতে চাই। এজন্য আমাদের মিডিয়া সেন্টারে বিভিন্ন অনুষ্ঠান তৈরি হচ্ছে। কৃষি, পরিবেশ, জ্বালানি এমনকি মিঠা পানিতে চিংড়ির চাষ বিষয়েও আমরা জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে চাই। আমাদের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কনসেপ্টটাই হচ্ছে, 'ইউনিভার্সিটি ফর ইউনিভার্সেল এডুকেশন।'

*সাক্ষাতকার গ্রহণ ঃ মোয়াজ্জেম হোসেন*